ঢাকা বিভাগের
সম্ভাব্য জিআই পণ্য

জেনিস ফারজানা তানিয়া

স্বত্বাধিকারী

আলিয়া'স কালেকশন

www.jftania.com

ঢাকা জেলা

January 8, 2024
Admin

সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

আমার নতুন বছরে পথচলায় শুরু করছি নতুন সিরিজ। গত বছর আরিফা মডেল নিয়ে ৫০টি পোস্ট লিখেছি। এবার লিখতে চাই আমাদের ৬৪ জেলার জিআই পণ্যের হালচাল নিয়ে। প্রতিদিন একটা করে জেলার সম্ভাব্য জিআই পণ্য ও স্বীকৃত জিআই পণ্যগুলো নিয়ে লিখবো ইনশাআল্লাহ। যেহেতু ক্যালেন্ডার ইয়ার হিসেবে আজকে ২০২৪ সালের ১ তারিখ তাই নববর্ষ পোস্ট হিসেবেই আমরা সিরিজ যাত্রা শুরু করছি আজ।

যেহেতু আমি রাজধানীতে বাস করছি তাই প্রথম পোস্ট ঢাকা নিয়ে লিখছি। ইন্টারনেটে সার্চ করে এবং নিজের জ্ঞান থেকে যেই পণ্যগুলো কথা জানি বা জেনেছি কেবল সেইগুলো নিয়েই লিখছি।

ঢাকার সম্ভাব্য জিআই পণ্য

ঢাকার সম্ভাব্য জিআই পণ্যের মধ্যে মিরপুরের কাতান, বাকরখানির নাম সবার আগে আসে। কারণ এই পণ্যগুলোর রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। এছাড়াও এগুলো সারাদেশে ডেলিভারি করা সম্ভব। কারণ একটা পণ্য জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার পর সেই পণ্যে মার্কেট অনেক বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মানুষের আগ্রহ বাড়ে। ভবিষ্যতে জিআই স্বীকৃত পণ্য নিয়ে নানাভাবে বাণিজ্যিক পরিকল্পনা বাড়বে। তাই তখন এসব পণ্য সারাদেশে পৌঁছে যাবে। এগুলো ছাড়াও পুরান ঢাকাতে আরও অসংখ্য খাবার রয়েছে জিআই হওয়ার মতো যেমন: সুতলি কাবাব, বিরিয়ানি, বোরহানি, কাচ্চি, লাচ্ছি, মতিচুর লাড্ডু, খ্যাতাপুরি, শাঁখারি বাজারের শাখা, পায়েশ, চটপটি, আমিত্তি, ইলিশ সন্দেশ ইত্যাদি। তবে আমি শুধু আলোচনা করতে চাই যেই পণ্যগুলো নিয়ে সারাদেশে বাণিজ্যিক সুযোগ রয়েছে।

মিরপুরের কাতান

নতুন বৌয়ের সাথে কাতান বা বেনারসি শাড়ির সম্পর্ক গভীর। এই শাড়ি নিয়ে নারীদের অনেক গল্প আর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যেহেতু জিআই এর ক্ষেত্রে গল্পের চেয়ে প্রাচীন দলিল বা রেফারেন্স গুরুত্বপূর্ণ তাই সেই দিকটাই তুলে ধরা দরকার। এই শাড়ি নিয়ে গল্প, গান, কবিতারও কমতি নেই। মিরপুরের তাঁতিরা নিজস্ব কর্মদক্ষতায় এই শাড়ি দিয়ে মানুষের পছন্দ এখনো ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মিরপুরের কাতানের ইতিহাস ৫০ বছরের বেশি হয়ে গেছে।

বাকরখানি

বাকরখানির সাথে পুরান ঢাকার মানুষের দৈনন্দিন রুটিন চলছে বহুকাল ধরে। এক কাপ দুধ চা আর বাকরখানি ছাড়া যেন তাদের রুটি শুরু হতে পারে না। বাকরখানি পুরান ঢাকার ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ। পুরান ঢাকার অলিগলিতে বিক্রি হয় গোল গোল বাকরখানি।

এ দুইটি পণ্য ছাড়াও ঢাকার আরও বহু পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেতে পারে। যেমন- লুঙ্গী। এটি ছাড়া পুরুষ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কল্পনা করাও কঠিন। গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্র রয়েছে লুঙ্গির ব্যবহার। কেরানীগঞ্জের রুহিতপুরি লুঙ্গি ঐতিহ্য আদিকাল থেকে। এছাড়া দোহার উপজেলা হাতে বুনন করা লুঙ্গি ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে।

কিশোরগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

February 2, 2024
Admin

“উজান-ভাটির মিলিত ধারা, নদী-হাওর মাছে ভরা” এই স্লোগানে পরিচিত কিশোরগঞ্জ জেলা। এটি একটি প্রাচীন জনপদ। যেখানে পদচারণা রয়েছে মোগল ও পাঠানদের। কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতিতে রয়েছে বৈচিত্র। এখানকার অর্থনীতি হাওর ও কৃষি নির্ভর হলেও স্বীকৃত কোন জিআই পণ্য নেই। তবে কয়েকটি সম্ভাব্য জিআই পণ্য রয়েছে এ জেলায়। তাই আজ কিশোরগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে আলোচনা করছি।

অষ্টগ্রামের পনির

অষ্টগ্রামের পনিরকে বলা হয় হাওরের ঐতিহ্য।[1] মোগল আমল থেকে রয়েছে এই পনিরের পরিচিতি। বংশপরম্পরায় পনির তৈরি করে অষ্টাগ্রামের কিছুর পরিবার। চরে বিচরণ করা গরু-মহিষের দুধ থেকে পনির তৈরি শুরু হয়েছিল। যা একই মান ও মার্যাদা নিয়ে টিকে আছে এখনো। বলা হয় মোগল ও পাঠানদের সহযোগিতার কৃষকদের মাধ্যমে উৎপাদন শুরু হয়েছিল পনিরের। অষ্টাগ্রামের পনিরের আকৃতি সাদা রঙের হয়ে থাকে। পনির উৎপাদনের সাথে আধুনিক যন্ত্রের সংমিশ্রন নেই। সম্পূর্ণ হাতে তৈরি করা হয় মানব শ্রম দিয়ে। এটি জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওরের মাছ ও শুটকি

হাওরকে বলা হয় কিশোরগঞ্জের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। এখানে পাওয়া যায় হরেক রকমের মাছ। এসব মাছের স্বাদ ও আকৃতি হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন। মুক্তি ও মিঠা পানির মাছ হওয়ার কারণে গুণগত মানের দিকে অনেক এগিয় থাকে কিশোরগঞ্জের হাওরের মাছ। ধারণা করা হয় এখানে ৮০-১২০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে তেমন কলকারখানা না উঠার কারণে পানি থাকে দূষণমুক্ত। তাই প্রাকৃতিক খাবার খেয়েই বড় হয় কিশোরগঞ্জের হাওরের মাছ। এসব মাছ তাজা অবস্থায় বিক্রি হওয়ার পাশাপাশি শুকিয়ে শুটকিও করা হয়। যা দেশের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি হওয়ার মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। কিশোরগঞ্জে হাওরের বিশেষ মাছ ও শুটকিগুলো চিহ্নিত করে জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করার সুযোগ রয়েছে। তবে এখানকার শোল মাছের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গাজীপুরের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 11, 2024
Admin

ঢাকার পার্শ্ববর্তী একটি জেলার নাম গাজীপুর। বাংলাদেশের জিডিপিতে এই জেলার ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমে এটি একটি শিল্প সাংস্কৃতিক জেলা হয়ে উঠেলেও এখানে বেশ কিছু পণ্য জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার মতো রয়েছে। শিল্প অর্থনীতির সাথে কৃষি অর্থনীতি মিলে গাজীপুর একটি সমৃদ্ধ জেলা। এখানেই রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।

গাজীপুরের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে আলোচনা করবো এই আর্টিকেলে। এগুলো ছাড়াও আরও অসংখ্য পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেতে পারে গাজীপুর থেকে।

কাঁঠাল

গাজীপুরের একটি অর্থকরী ফসলের নাম কাঁঠাল। এই কাঁঠাল স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চাহিদা পূরণে দারুণভাবে অবদান রাখছে। প্রতি বছর ব্যাপারীদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে যায় গাজীপুরের কাঁঠাল। এই কাঁঠাল রপ্তানী হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। গণমাধ্যমের বিভিন্ন সংবাদ থেকে জানা যায়, দেশের সবচেয়ে বড় কাঁঠালের বাজার এই গাজীপুর জেলায় অবস্থীত। গাজীপুরের কয়েকটি উপজেলার প্রায় সব পরিবার কোন না কোন ভাবে কাঁঠালের সাথে জড়িত আছে। এই জেলায় ২০০-২৫০ বছর বয়সী কাঁঠাল গাছও দেখা মিলে। তাই গাজীপুরের কাঁঠাল জিআই স্বীকৃতি পেতে পারে। এটি ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করবে নিঃসন্দেহে।

কাপাসিয়ার পেয়ারা

পেয়ারা বাংলাদেশের একটি দেশীয় ফল। দেশের প্রায় সব গ্রামে উৎপাদন হলেও কিছু কিছু পেয়ার জাত, মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর কারণে স্বাদে গুণে ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনি একটু ভিন্ন স্বাদে পেয়ারা হয় গাজীপুরের কাপাসিয়ায়। এসব পেয়ারার স্বাদ, আকৃতি হয় ভিন্ন এবং ফলন হয় বেশি।

কাপাসিয়ার তুঁতগাছ

ছবি: ইন্টারনেট

আদীকাল থেকে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে মসলিন বুননের তুঁত সংগ্রহ করা হতো। এখনো বাণিজ্যিকভাবে তুঁত সংগ্রহ করা হয় কাপাসিয়া থেকে, এরপর তা রেসম পোকাকে খাওয়ানোর মাধ্যমে রেসম সুতা সংগ্রহ করা হয়। যা থেকে তৈরি হয় বিশ্ববিখ্যাত মসলিন।

গোপালগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 20, 2024
Admin

ঢাকার অদূরে মধুমতি নদীর তীরে অবস্থিত একটি জেলার নাম গোপালগঞ্জ। স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ও সমাধি এই জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। এ কারণে গোপালগঞ্জ জেলার ব্যাপক পরিচিতি থাকলেও জিআই পণ্যের মাধ্যমে জেলার পরিচিতিকে আরও এগিয়ে নেওয়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। তাই আজকে আলোচনা করবো গোপালগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে।

গোপালগঞ্জের রসগোল্লা

'গোপালগঞ্জের রসগোল্লা' জেলার ঐতিহ্য। অন্তত ৮ দশক ধরে গোপালগঞ্জে উৎপাদন হয়ে আসছে এই রসগোল্লা। এই পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশ ও দেশের বাহিরে। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের ২১ তারিখে গোপালগঞ্জের রসগোল্লার জিআই স্বীকৃতি পেতে আবেদন করেছে জেলা প্রশাসন।

ব্রোঞ্জের গয়না

গোপালগঞ্জে ব্রোঞ্জের গয়না জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানকার অসংখ্য মানুষ জড়িয়ে আছে এই গয়না উৎপাদনের সাথে। অতীতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হলেও চাহিদা কমেছে তাই জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে এই শিল্পের প্রচার, পরিচিতি, চাহিদা ও বিক্রি সারাদেশে বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে। একই সাথে রাপ্তানী বাণিজ্যেও ভূমিকা রাখতে পারে গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গয়না। এই শিল্পের কারিগরদের নিয়ে গঠিত আছে 'জলিরপাড় ব্রোঞ্জ মার্কেট সমিতি'।

টাঙ্গাইলের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 31, 2024
Admin

বাংলাদেশের পরিচিত জেলাগুলোর মধ্যে টাঙ্গাইল জেলা অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকে টাঙ্গাইল জেলার কিছু পণ্যের সুনাম ও পরিচিতি রয়েছে। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের চমচম ও তাঁত বস্ত্র। দেশের সর্বশেষ স্বীকৃতি পাওয়া জিআই পণ্যগুলোর একটি, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ীর চমচম। দেশের বিভিন্ন জেলায় চমচম উৎপাদন হলেও টাঙ্গাইলের চমচমের স্বাদ স্বতন্ত্র। চমচম ছাড়াও টাঙ্গাইলের সম্ভাব্য জিআই পণ্য রয়েছে অসংখ্য। মধুপুরের আনারসের পরিচিতিও সারাদেশে। স্বাদেও অনন্য। সম্প্রতি জিআই পণ্যের স্বীকৃতি চেয়ে ডিপিডিটি বরাবর আবেদন করেছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় টাঙ্গাইল।

টাঙ্গাইলের শাড়ি

তাঁত সমৃদ্ধ একটি জেলার নাম টাঙ্গাইল। ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে তাঁতের শাড়ি উৎপাদন হয়ে আসছে টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইল জেলায় লক্ষাধিক তাঁত রয়েছে। যার সাথে জড়িয়ে আছে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান। তাঁত পণ্যকে গুরুত্ব দিয়ে জেলা ব্র্যান্ডিং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘আমার ঘর আমার বাড়ি, গর্বের ধন টাঙ্গাইলের শাড়ী।’ এই স্লোগানের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় টাঙ্গাইলের মানুষের কাছে ঐতিহ্য ও রত্ন হচ্ছে তাঁতের শাড়ি। দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল ইউনিয়নকে টাঙ্গাইল শাড়ির আতুড়ঘর বলা হলেও পুরো জেলায় রয়েছে তাঁত পণ্যের কার্যক্রম।

এখানে উল্লেখ করা দরকার টাঙ্গাইলের শাড়ি বলতে কেবল একটি শাড়িই নয়। এখানে রয়েছে বহুমুখী শাড়ির সমাহার। তাই টাঙ্গাইলের শাড়িগুলোর লিস্ট করার মাধ্যমে জিআই স্বীকৃতির জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

কাঁসা ও পিতল শিল্প

ছবি: ইন্টারনেট

টাঙ্গাইলের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিল্পের মধ্যে কাঁসা ও পিতল শিল্প অন্যতম। এখানকার কাঁসা ও পিতল সারাদেশে সরবরাহ করার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশ, ভারতেও গিয়েছে। সৌন্দর্য আর গুণগত মানের কারণে শতবর্ষের অধিক সময় ধরে টিকে আছে টাঙ্গাইলের কাঁসা ও পিতল শিল্প। তাই নির্দিষ্ট নকশা বা পণ্যের জিআই স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করতে পারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

মির্জাপুর জামুর্কীর সন্দেশ

ছবি: ইন্টারনেট

প্রাচীনকাল থেকে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার জামুর্কি এলাকায় উৎপাদন হয়ে আসছে সন্দেশ। যা, জামুর্কির সন্দেশ নামেই সর্বত্র বিখ্যাত। জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে জামুর্কির সন্দেশের বাজার তৈরি হতে পারে সারাদেশে।

নরসিংদীর সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 25, 2024
Admin

রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর মধ্যে নরসিংদী অন্যতম। ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি ও ভৌগোলিকভাবে নরসিংদী জেলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হলেও প্রাচীনকাল থেকে তাঁত শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে। মাটি, পানি ও আবহাওয়ার গুণগত কারণে নরসিংদীতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কিছু পণ্য রয়েছে। যা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের স্বীকৃতি পেতে পারে। নরসিংদীর সম্ভাব্য জিআই পণ্যগুলো নিচে তোলে ধরা হলো:

নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা

নরসিংদীর সাগর কলার দেশের অন্য যেকোন জায়গার সাগর কলার চেয়ে স্বাদ ও আকৃতিতে ভিন্ন। একই কলার অন্য কোথায় চাষ করলে থাকে না সেই স্বাদ। নরসিংদীর মাটি ও আবহাওয়ার কারণে অমৃত্ত সাগর কলা স্বতন্ত্র হয়েছে। কয়েকশ বছর ধরে নরসিংদীতে উৎপাদন হয়ে আসছে অমৃত্ত সাগর কলা। তা ট্রাকে করে চালান হয় রাজধানীসহ দেশের অন্য জেলায়।

আরাও জানা যায়, নরসিংদীর কলার স্বাদ, গন্ধ, রঙ ও আকার সুন্দর হওয়ার কারণে তা ঢাকার নবাবদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পেত। নরসিংদীর কলার সাথে জড়িয়ে আছে অগণিত মানুষের কর্মসংস্থান। বংশপরম্পরায় বহু বাগানি চাষ করে দেশি অমৃত সাগর কলা। যা তাদের জীবিকা নির্বাহে অবদান রাখছে। অনেক চাষির প্রধান জীবিকা মাধ্যমই কলা চাষ। সম্প্রতি ইডিসি টিমের সহযোগিতায় নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অমৃত সাগর কলার স্বীকৃতি চেয়ে ডিপিডিটি বরাবর আবেদন করা হয়েছে।

নরসিংদীর লটকন

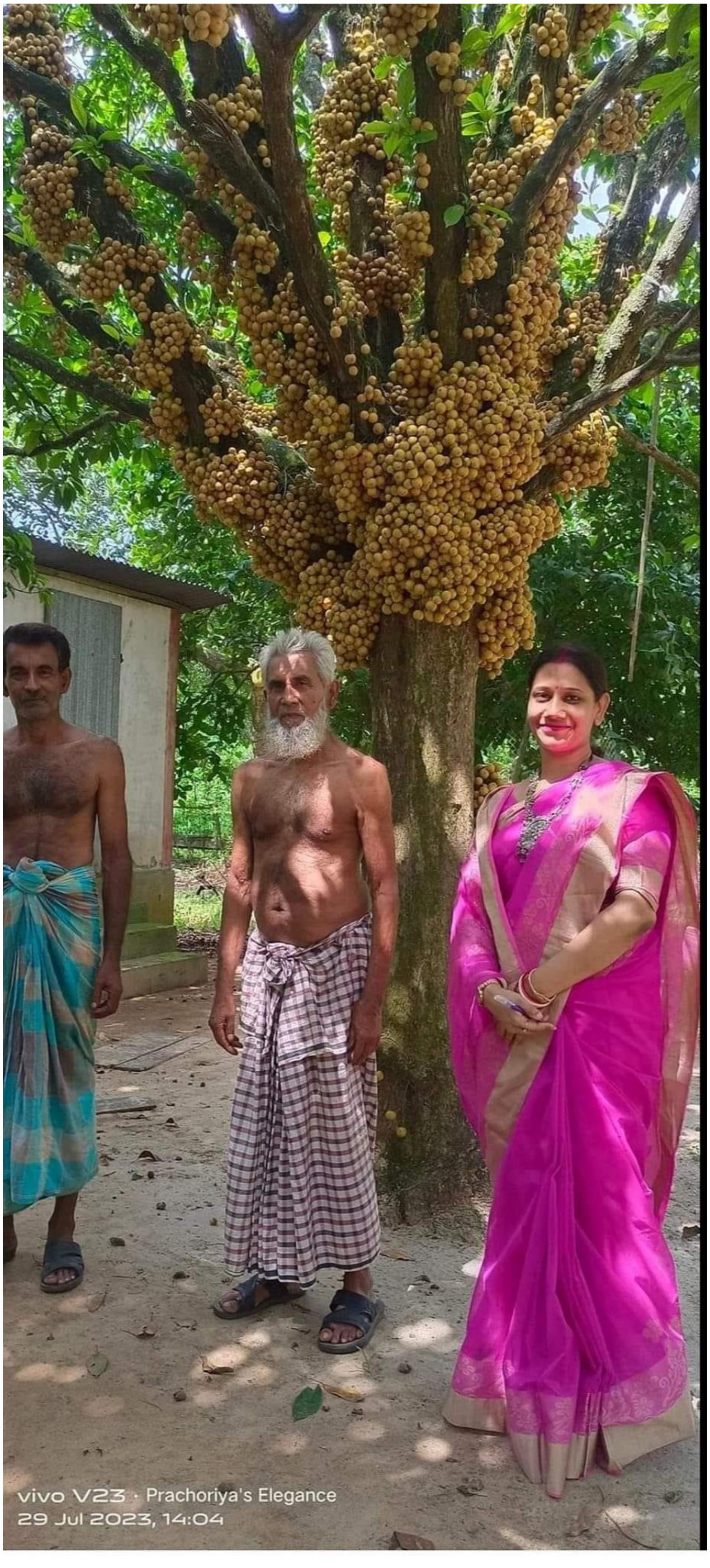

লটকন বেশ পরিচিত একটি ফল। নরসিংদীসহ সারাদেশে উৎপাদন হয়। তবে মাটি ও আবহাওয়ার কারণে নরসিংদীর ফলন, স্বাদ ও আকৃতি ভিন্ন। নরসিংদীতে ব্যাপক লটকন আবাদ হওয়ার কারণে 'লটকেনর রাজ্য' বলে থাকেন অনেকে। নরসিংদীতে প্রতিবছর বাড়ছে লটকনের চাষ। জ্যেষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বাগানে লটকনের ফলন থাকার কারণে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে পর্যটকের আগমন ঘটে। লাভজনক চাষাবাদ হওয়ার কারণে স্থানীয় লোকদের বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দেয় লটকন। জেলার বিপুল পরিমাণ মানুষ লটকন চাষে জড়িত।

নরসিংদী জেলার রায়পুরা, শিবপুর, বেলাব ও মনোহরদী উপজেলায় সবচেয়ে বেশি লটকন হয়। তা দেশের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এর ফলে শক্তিশালী করছে নরসিংদীর অর্থনীতি। এই লটকন জিআই স্বীকৃতি পেলে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বাড়বে এর পরিচিতি ও কদর। যা স্থানীয় উৎপাদনের সুযোগ বাড়াবে। এতে করে হবে কর্মসংস্থান ও আসবে রেমিট্যান্স। অমৃত সাগর কলার সাথে লটকনেরও জিআই স্বীকৃতি চেয়ে আবেদন করেছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নরসিংদী।

নরসিংদীর তাঁতবস্ত্র

বহুকাল ধরে নরসিংদীর অর্থনীতিতে দারুণভাবে অবদান রেখে চলেছে তাঁতশিল্প। এ শিল্পের সাথে প্রতক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। তাঁতীরা তাদের সৃজনশীতা কাজে লাগিয়ে বুনে থাকে বহুমুখী তাঁতবস্ত্র। এর মধ্যে শাড়ি, লুঙ্গি, ওড়না, পাঞ্জাবি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কেউ কেউ কারুকাজের মাধ্যমে প্রকাশ করেন তাদের সুনিপুন দক্ষতা। আর এতে চলে তাদের রুটির ঝুড়ি। আধুনিক কলকারখানার সাথে প্রতিযোগিতা করে জেলায় এখনো ৮০-৯০ হাজারের মতো তাঁত রয়েছে।

নরসিংদীর তাঁত বস্ত্র দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে সমৃদ্ধি হচ্ছে নরসিংদীর অর্থনীতি। বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে জানা যায়, নারসিংদীর তাঁতশিল্প দেশের তাঁতের পোশাকের ৭০ ভাগ যোগান দেয়। নরসিংদীর তাঁতশিল্প বেশ পুরানো শিল্প। বাবুরহাট তার নিদর্শন। ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁতপণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ এই হাট। এখানে প্রতি সপ্তাহে কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়। নরসিংদীর সম্ভাব্য জিআই পণ্য হিসেবে অনেক গুলো তাঁত পণ্যের তালিকা করার সুযোগ আছে।

বাদশাভোগ

নরসিংদীর একটি বিখ্যাত মিষ্টির নাম বাদশাভোগ। দেখতে অনেকটা রসগোল্লার মতো হলেও আকার ও স্বাদ ভিন্ন। প্রায় শতাধিক বছর ধরে নরসিংদীর বিভিন্ন মিষ্টি দোকানে বংশপরম্পরায় তৈরি হয় বাদশাভোগ। বাঙালিরা মিষ্টি প্রিয় হওয়ার কারণে জিআই পণ্যের তালিকাভুক্তির মাধ্যমে দেশবিদেশে বাদশাভোগের ব্র্যান্ডিং বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। রাজধানীর পার্শ্ববর্তী জেলা হওয়ার কারণে দেশি পণ্যের ই-কমার্সের মাধ্যমে নিয়মিত সরবরাহের সুযোগ রয়েছে এই মিষ্টি। এর ফলে দিনে দিনে বাড়বে পরিচিতি ও চাহিদা। যা কর্মসংস্থান তৈরিতে অবদান রাখবে। এটিকে আমরা নরসিংদীর সম্ভাব্য জিআই পণ্য হিসেবে দেখছি।

কলম্বো লেবু

দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও নরসিংদীকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত ‘কলম্বো’ জাতের সুগন্ধি লেবু। অন্যান্য লেবুর চেয়ে এটি আকারে বড়, রসালো ও সুগন্ধিযুক্ত। মাটির বিশেষ গুণের কারণে এই লেবু শুধু নরসিংদীতে উৎপাদিত হয়। আবহাওয়া ও পরিবেশগত কারণে সারা বছর কলম্বো লেবুর প্রচুর আবাদ হয়। বর্তমানে নরসিংদী জেলার চারটি উপজেলা- শিবপুর, বেলাব, মনোহরদী ও রায়পুরার ২০০ হেক্টর জমির ১১০০টি বাগানে বাণিজ্যিকভাবে কলম্বো লেবুর আবাদ করা হচ্ছে।

দেশের চাহিদা মিটিয়ে ইতালি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, নরওয়ে, ফিনল্যান্ডসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশেই বছরে ৬০,০০০ কেজির বেশি কলম্বো লেবু রপ্তানি হয়। এই লেবু চাষ করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন শতশত কৃষক। তাই শিক্ষিত তরুণরাও ঝুকছে কলম্বো লেবু চাষে। লেবুর বাকলে মিষ্টি ঘ্রাণ রয়েছে। রসের পরিমাণ কম এবং বাকল মোটা। তাই কলম্বো লেবুর বাকল খাওয়া হয়। খোসা দিয়ে তৈরি করা হয় আচারও।

নারায়ণগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

February 2, 2024
Admin

প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁ ছিল এই নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। বাংলার প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য পাটের জন্য প্রাচ্যের ড্যান্ডি নামে খ্যাতি অর্জন করে নারায়ণগঞ্জ।[1] পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজী পাটকল নারায়ণগঞ্জ জেলাতেই অবস্থিত। এছাড়াও পাট ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের সংগঠন বিজিএ; নিটওয়্যার রপ্তানীকারকদের সংগঠন বিকেএমইএ; হোসিয়ারী শিল্পের উদ্যোক্তাদের প্রধান কার্যালয় হোসিয়ারী সমিতি; সহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত। বাংলা গৌরব মসলিন ও জামদানির জন্মও নারায়ণগঞ্জে। ইতিহাস ও শিল্প-বাণিজ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলা অনেক অগ্রসর। তবে জেলায় জিআই পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আজকে আলোচনা করবো নারায়ণগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে।

জামদানি পণ্য

বাংলার ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ জামদানি। এটিই দেশের প্রথম জিআই পণ্য। মসলিনের নতুন সংস্করণ হিসেবে জামদানি পরিচিত। বাঙালি নারীদের আবেগের জায়গায় বসে আছে জামদানি। প্রত্যেক নারীর ইচ্ছা থাকে সংগ্রহে অন্তত একটি জামদানি শাড়ি রাখার। যা যুগে পর যুগ স্বযত্নে থাকবে আলমারিতে। তবে জামদানি শাড়ি থেকে আরও নানা রকম পণ্য তৈরি হয়। যেমন: পাঞ্জাবি, থ্রি পিস, ওড়না, কুর্তি, পর্দা, শাল, পার্স, গাউন সহ ওয়েস্টার্ন পোশাক। এসব পোশাক থেকে জিআই স্বীকৃতির সকল শর্ত পূরণ করে, এমন পণ্য চিহ্নিত করে জিআই নিয়ে চেষ্টা করতে পারে কর্তৃপক্ষ।

চাক সেমাই

বহু বছর ধরে নারায়ণগঞ্জে হাতে তৈরি চাক সেমাই তৈরি হয়ে আসছে। হাতের তৈরি হওয়ার কারণে স্বাদ অন্য যেকোন সেমাইয়ের চেয়ে স্বতন্ত্র। চাক সেমাইর সাথে ছোট-বড় সকলের কর্মসংস্থান রয়েছে। তারা সকাল সন্ধ্যা কাজ করে বছরের পর বছর ধরে। বিশেষ করে ঈদের আগে রাত দিন এক করে কাজ করতে হয় জেলা রূপগঞ্জের চারিতাল্লুক গ্রামে কারিগরদের।

ফরিদপুরের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

February 7, 2024
Admin

দেশের প্রাচীন জেলাগুলোর মধ্যে ফরিদপুর একটি। যা জেলার মর্যাদা লাভ করেছিল ১৭৮৬ সালে। অনেক আগে থেকেই কৃষি শিল্পে ফরিদপুর এগিয়ে আছে। এ জেলার পাট, ধান, আখ, গম, পেঁয়াজ, সরিষা, মরিচ সহ নানা ফসল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখছে। এখানকার কিছু কিছু পণ্যের ইতিহাসও খুব প্রাচীন। যার উৎপাদন এবং ব্যবহার প্রজন্মের পর প্রজন্ম পর্যন্ত চলছেই। কিন্তু এসব পণ্য শত শত বছর ধরে ফরিদপুরে উৎপাদন হলেও জিআই স্বীকৃতি লাভ করেনি একটিও। এ কারণে ফরিদপুর থেকে জিআই পণ্যের স্বীকৃতি অর্জনে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আজকে লিখবো ফরিদপুরের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে।

পাট ও পাটজাত পণ্য

পাটের জন্য ফরিদপুর জেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেলার কৃষকদের জন্য পাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্য। পাট কেবল ফরদিপুরই নয় সারাদেশ সহ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি অর্থকরী ফসল হচ্ছে পাট। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বাংলার পাট সারাবিশ্বে পরিচিত ও জনপ্রিয়। পাটকে কেন্দ্র করে আমাদের অর্থনীতির উন্নয়ন হয়েছে। তাই জিআই স্বীকৃতির জন্য পাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পণ্য। এছাড়াও পাট থেকে শাতাধিক রকমের পণ্য উৎপাদন হয়। কিছু পণ্য খুবই জনপ্রিয় এবং নিয়মিত ব্যবহত হয়। এটি পরিবেশবান্ধব একটি পণ্য। পাটকে গুরুত্ব দিয়ে জেলা ব্র্যান্ডিং নির্ধারণ করেছে ফরিদপুর জেলা প্রশাসন। তাই এ জেলা থেকে পাট ও পাটজাত পণ্যের জিআই আবদের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

খেজুর গুড়

খেজুর গুড়ের জন্য বিখ্যাত ফরিদপুর জেলা। এখানকার গুড়ের সুনাম ও ঐতিহ্য বহুকাল ধরে। ফরিদপুরের পথের বাকে বাকে, জমির আইল কিংবা বাড়ির আঙ্গিনায় হরহামেশায় দেখা পাওয়া যায় খেজুর গাছে। শীতের সকালে খেজুর রসের হাঁড়ির দৃশ্য ফরিদপুরের একটি চিরচেনা দৃশ্য। এসব রস থেকে গুড় ও পাটালি তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। ফরিদপুরের খাঁটি গুড়ের স্বাদ অতুলনীয়। এই গুড় জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে অতীতের সুনাম ও পরিচিতি ধরে রাখা সহ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।

প্যারা সন্দেশ

ফরিদপুর শহরেই তৈরি হয় গুড়ের প্যারা সন্দেশ। যা অত্যন্ত সুস্বাদু। ফরিদপুরের খেজুর গুড়ের রস দিয়ে তৈরি করা হয় এই প্যারা সন্দেশ। যেটিকে ফরিদপুরের ঐতিহ্যও বলা হয়। এটি জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপননের সুযোগ বৃদ্ধির সুযোগ আছে।

মাদারীপুরের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 22, 2024
Admin

রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী একটি জেলা মাদারীপুর। এই জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। তবে পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হওয়ার কারণে মাদারীপুরের অর্থনীতিতে আমুল পরিবর্তনের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। গত ১ বছরের বেশি সময়ে তা দৃশ্যমান হয়েছে পত্রিকা পাতায় পাতায়। বিশেষ করে কৃষিতে ভালো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মাদারীপুরের। এছাড়াও এখানকার তাঁত শিল্পে উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে। আজকে আলোচনা করছি মাদারীপুরের সম্ভাব্য জিআই পণ্য ও জেলা ব্র্যান্ডিং পণ্য নিয়ে।

মাদারীপুরের খেজুরের গুড়

মাদারীপুরের খেজুরের গুড় সারাদেশে বিখ্যাত। এটি অত্যন্ত সুস্বাদু একটি খাবার। এই অঞ্চলের মানুষের অভাব মোচনে ভূমিকা রেখে চলেছে বহুকাল ধরে। এটি ছোট বড় সকলে প্রিয় খাবার। অর্থাৎ শীতকালে মুড়ি, পিঠা কিংবা মিষ্টি যাই খাওয়া হউক না কেন সবকিছুতেই থাকে খেজুরের গুড়। জানা যায়, প্রচুর খনিজ ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই গুড়।

মাদারীপুর জেলায় বেশি খেজুর গাছ থাকার কারণে ৫০ হাজার পরিবারের আড়াই লাখ মানুষের জীবীকায় ভুমিকা রাখছে খেজুরের গুড়। তারা ঝোলা গুড়, ভেলি গুড়, চিটে গুড়, পাটালি গুড় ও নোলেন গুড় তৈরি করে। তা দেশের বাজারে বিক্রির পাশাপাশি বেসরকারি ভাবে ১০টি দেশেও রপ্তানি করছে। দেশে বিদেশে চাহিদা, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান এবং খ্যাতির সমন্বয়ে মাদারীপুরের জেলা ব্র্যান্ডিং পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে খেজুরের গুড়কে।

মানিকগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 17, 2024
Admin

মানিকগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্যের নাম চিন্তা করলে প্রথমে মাথায় চলে আসে হাজারি গুড়ের নাম। এটি মানিকগঞ্জের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে। হাজারিগুড় উৎপাদনের সাথে মিশে আছে গাছি পরিবারের কর্মসংস্থান ও কর্মদক্ষতা। হাজারিগুড় স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। এই গুড়ের ইতিহাস ২০০ বছরের বেশি। দুই শতাব্দি আগে একজন গাছির নাম থেকে গুড়ের নাম করণ হয় হাজারিগুড়। তিনি বাস করতেন মানিকগঞ্জের ঝিটকা অঞ্চলে। ভারত সফরে এসে মানিকগঞ্জের গুড়ের ঘ্রাণ ও স্বাদে মুগ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশ রাণী এলিজাবেথ। তিনি একটি সীলমোহর প্রদান করেন।

তাঁত শিল্প

তাঁত শিল্পে সমৃদ্ধ একটি জেলার নাম মানিকগঞ্জ। এখানে এখনো শত শত তাঁত চালু রেখেছে তাঁতিরা। তারা অন্তত ৫০ ধরনে তাঁতের শাড়ি বুনে থাকে। শাড়ির পাশাপাশি গামছা, থ্রি পিস ইত্যাদিও বুনন করেন। মানিসকগঞ্জের তাঁতের শাড়ি ও গামছা খুবই আরামদায়ক। সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে কয়েকটি তাঁত পণ্য চিহ্নিত করে তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে জিআই পণ্যের আবেদনের জন্যে।

পানতোয়া

মানিকগঞ্জ জেলার পানতোয়া মিষ্টি সারাদেশে বিখ্যাত। এই মিষ্টি তৈরি করা হয় ছানা ঘিয়ে ভিজিয়ে চিনির রসে ডুবিয়ে। এই মিষ্টি স্বাদ অন্য যেকোন মিষ্টির চেয়ে আলাদা। আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যও আলাদা।

মুন্সিগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 22, 2024
Admin

প্রাচীন বিক্রমপুরের বর্তমান নাম মুন্সীগঞ্জ। এটি ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ জেলা মর্যাদা লাভ করে। চন্দ্র, বর্মন ও সেন রাজাদের রাজধানী ছিল মুন্সিগঞ্জ। তাই এটি ছিল একটি রাজনৈক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। শিল্পকারখানা গড়ে উঠার কারণে অর্থনীতিতে মুন্সিগঞ্জ একটি অগ্রসর জেলা। তবে মুন্সিগঞ্জে কোন জিআই পণ্য নেই। তাই আজকে আলোচনা করবো মুন্সিগঞ্জের সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে।

পাতক্ষীর

পাতক্ষীর এক প্রকার জনপ্রিয় ও বিখ্যাত মিষ্টান্ন। এটি কলাপাতায় মোড়ানো অবস্থায় বিক্রি করা হয়। অধুনিকার ছোঁয়াতেও পাতক্ষীর রয়ে গেছে প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা কলা পাতায়। এই মিষ্টান্ন কেবল মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখানা বাজারের পাশে উৎপাদন হয়।

পাতক্ষীরের উপাদান গরুর দুধ, চিনি হলুদ গুঁড়া এবং কলাপাতা। পাতক্ষীর সরাসরি দইয়ের মতো খাওয়া ছাড়াও পাটিসাপটা পিঠার পুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুঘল আমলে ঢাকাবাসীল খাদ্য তালিকায় উল্লেখ পাওয়া যায় এই পাতক্ষীরের।

রাজবাড়ীর সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 20, 2024
Admin

দেশের মধ্যবর্তী একটি জেলা পদ্মাকন্যা রাজবাড়ী। এ জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হলেও সম্প্রতি শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। রাজবাড়ী জেলার বেশ কিছু পণ্য জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার মতো রয়েছে। তাই আজকে রাজবাড়ীর সম্ভাব্য জিআই পণ্য নিয়ে লিখছি।

মালাইকারি

রাজাড়ীর জেলা ব্র্যান্ডিং বইতে 'মালাইকারি'র ছবি দেওয়া আছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মালাইকারির চেয়ে আকৃতি এবং উৎপাদন পদ্ধতি আলাদা মনে হচ্ছে। আশাকরা যায়, স্বাদেও হবে স্বতন্ত্র। যদি এই মালাইকারির স্বাদ ও উৎপাদন কৌশল আলাদা হওয়ার পাশাপাশি ৫০ বছর বা তার অধিক ইতিহাস থেকে তাহলে এই মালাইকারির জিআই স্বীকৃতির চেষ্টা করার সুযোগ রয়েছে।

ক্ষীর চমচম

দেশের নানা প্রান্তে চমচম উৎপাদন হয়ে আসলেও রাজবাড়ীর ক্ষীর চমচমের উৎপাদন পদ্ধতি, স্বাদ ও গন্ধ স্বতন্ত্র। এই চমচমের মিষ্টি পরিমাণ অন্যান্য চমচমের চেয়ে কম। এটি হালকা রসালো এবং ক্ষীরের প্রলেপ দেওয়া।

রামদিয়ার তীলের মটকা

শতাধিক বছরের পুরানো রামদিয়ার তীলের মটকা এখনো সমান তালে পরিচিতি। বিশেষ পদ্ধতিতে চিনি থেকে তৈরি করা হয় রামদিয়ার তীলের মটকা। এরপর তা বিক্রি করা হয় রেলে রেলে। এই মটকা তৈরির সাথে জড়িতে থাকে পরিবারের সকলে। ছোট বড় সকলের পছন্দ রামদিয়ার তিলের মটকা। এই বিশেষ পণ্যটি জিআই স্বীকৃতি পেলে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারে অসংখ্য উৎপাদকে এবং চাহিদা তৈরি হতে পারে দেশ বিদেশে।

শরীয়তপুরের সম্ভাব্য জিআই পণ্য

January 9, 2024
Admin

অপার সম্ভাবনার জেলা সোনালি সেতুর শ্যামল ভূমি-শরীয়তপুর বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চরের একটি জেলা। এ জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। এ জেলার ব্র্যান্ডিং ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে জিআই পণ্য।

মৃৎশিল্প

প্রায় ২ শতাধিক বছর ধরে শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার কার্ত্তিকপুর গ্রামে মৃৎ পণ্য উৎপাদন হয়ে আসছে। এখানকার মৃৎ পণ্য তখনকার সময় থেকেই খ্যাত ধরে রেখেছে। আগের তুলনায় মৃৎ পণ্যের ব্যবহার কমে আসলেও নানা রকমের খেলনা, শো-পিচ,তৈজষপত্র সহ নানারকম হাড়িপাতিল উৎপাদন হয়। শরীয়তপুরের মৃৎ পণ্য ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সহ ২০টি দেশে রপ্তানি হয়। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সহ ব্র্যান্ডিং শক্তিশালী করছে। এখানকার কোন মৃৎশিল্প জিআই স্বীকৃতি অর্জন করলে তা রপ্তানি বাজার আরও প্রসার করতে পারে।

কাসা শিল্প

শরীয়তপুরে কাসা শিল্পের ইতিহাস বেশ পুরানো। প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে কংশ বণিক বংশের লোকেরা কাসা পিতল দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি শুরু করেছিলেন। কাসা উৎপাদনে বিখ্যাত ছিল শরীয়তপুর সদর উপজেলার দাসার্ত্তা গ্রাম। কালের বিবর্তনে আগের জৌলুস হারিয়ে গেলেও এখনো টিকে আছে শরীয়তপুরের কাসা শিল্প। এই শিল্পের কোন পণ্য জিআই স্বীকৃতির আওয়াত নিয়ে আসতে পারলে সোনালী গৌরব ফিরে পেতে পারে। শরীয়তপুরের কাসা শিল্প জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষ বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। শরীয়তপুরে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য কাসা পণ্যের মধ্যে কলস, বালতি, বদনা, পানদানী উল্লেখযোগ্য।

নড়িয়া সন্দেশ

নড়িয়ার সন্দেশের ইতিহাস শতাধিক বছরের। তখনকার সময় ভারতের ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নড়িয়ার সন্দেশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী অঞ্চল কলকাতায়। মূলত নদীপথের ব্যবসার কারণেই কলকাতায় হরহামেশায় যেতো নরিয়ার সন্দেশ। এখনো সুনাম ধরে রেখেছে নড়িয়ার সন্দেশ। এই সন্দেশ জিআই স্বীকৃতি পেলে রাজধানীতে বাজার বৃদ্ধি পাবে।